21 MAY 2017

কক্সবাজারে শেষ হলো 'এসডিজি এমইউএন' সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, কক্সবাজার ▷

কক্সবাজারে গতকাল শনিবার শেষ হয়েছে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ক 'এসডিজি এমইউএন' তিন দিনব্যাপী সম্মেলন। এতে অংশগ্রহণকারী দক্ষিণ এশিয়ার ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক পাঁচটি বিষয়ের সমস্যা ও সমাধানের কারণ খুঁজে বের করেছে। তারা এসব সমস্যার সমাধান বের করার চেষ্টা করেছে।

সম্মেলনে বেলুচিস্তানের মানবাধিকার পরিস্থিতি, এইচআইভি এইডস, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা ও দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটনশিল্প বিকাশ নিয়ে তিন দিনের গবেষণাধর্মী আলোচনা হয়। পাঁচটি বিষয় নিয়ে বিশ্বের কোন দেশ কী ভাবছে, কোন দেশে কী পরিস্থিতি, কী করা প্রয়োজন, কী তাদের দাবি, পরামর্শ কী কী তা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়।

এতে অংশগ্রহণ করে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, শ্রীলঙ্কার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। হাউস অব ইয়ুথ ডায়ালগ এর আয়োজন করে।

আয়োজক সংগঠনের সভাপতি জাহেদ হাসান আখন্দ বলেন, 'তিন দিনের আলোচনা থেকে যেসব তথ্য বের হয়ে এসেছে তা বাস্তবায়নে বিবেচনার জন্য জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হবে। যা বাস্তবায়ন হলে বিশ্ব ও মানবকল্যাণে ভূমিকা রাখবে।'

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হামিম ইসলাম বলেন, 'জাতিসংঘ যেসব লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে তা নিয়ে এ সংগঠন কাজ করছে। তা ছাড়া সমসাময়িক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে সমন্বিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মতামত প্রকাশ করা হয়।'

সংগঠনের সহসভাপতি আদিবা আল ইব্রাহীম বলেন, 'বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে ২০১৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১১টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতবার সম্মেলন হয়েছে নেপালে। এবার বাংলাদেশের কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত হলো। আগামীবার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ভারতে।'

ঢাকার নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সুমাইয়া ইসলাম বলেন, 'এই সম্মেলনে অংশগ্রহণের কারণে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি, যা শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক বিষয়ে আলোচনা করতে পেরে অনেক উৎসাহ পেয়েছি; যা আগামী যেকোনো কঠিন বিষয়ে কাজ করতে সমস্যা হবে না।'

ঢাকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ফয়সাল আহমদ বলেন, 'এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে আমি আন্তর্জাতিক যেকোনো অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করতে পারব। তিন দিনের সম্মেলন থেকে বের হয়ে আসা সমস্যা ও সমাধান জাতিসংঘের কাজ ত্বরান্বিত করতে গুরুত্ব বহন করতে পারবে বলে আশা করছি।'